'সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ জীবন পেতে গর্বিত সৈনিক হউন

১। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করে আপনি কি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় একটি গুরত্বপূর্ন ভূমিকা পালনে আগ্রহী? আপনি যদি অবিবাহিত ও জন্ম সূত্রে বাংলাদেশী পুরুষ নাগরিক হন, যদি আপনার বয়স ১৬ হতে ২০ বৎসরের মধ্যে হয়ে থাকে এবং নিম্নে বর্ণিত জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন তাহলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ নিন। এ চাকুরী আপনাকে দেবে একজন সৈনিকের গর্বিত জীবন, এনে দেবে আপনাকে দেশ মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করার এক দুর্লভ সুযোগ। তাছাড়া এতে রয়েছে পদোন্নতির অনেক সুযোগ, যথেষ্ট আর্থিক সুবিধাদি এবং উজ্জ্বল ও নিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

২। যোগ্যতা ক। শিক্ষাগত এস এস সি, ৯ম শ্রেণী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৮ম শ্রেণী পাস/সমমান।

খ। শারীরিক (১) উচ্চতা সাধারণ সৈনিকের বেলায় ন্যূনতম উচ্চতা ১৬৫ মিটার (৫'-৫") হতে হবে। তবে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে ১৬৩ মিটার (৫'-৪") পর্যন্ত ভর্তি করা যেতে পারে। অন্যান্য পেশায় কোন কোন ক্ষেত্রে ১৬৩ মিটার (৫'-৪") পর্যন্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

(২) বুকের মাপ স্বাভাবিক ০·৭৬ মিটার (৩০ ") এবং স্ফীত ০·৮১ মিটার (৩২ ")। (৩) ওজন কমপক্ষে ৪৯·৯০ কেজি (১১০ পাউন্ড)।

(৪) ডাক্তারী পরীক্ষায় উপযুক্ত হতে হবে।

৩। চাকুরীর মেয়াদ ও শর্তাবলী ক। সিপাহী - ২১ বৎসর খ। ল্যান্স নায়েক - ২২ বৎসর গ। নায়েক - ২৪ বৎসর ঘ। হাবিলদার - ২৫ বৎসর ঙ। নায়েব সুবেদার - ২৮ বৎসর চ। সুবেদার - ৩০ বৎসর ছ। সুবেদার মেজর - ৩৩ বৎসর চাকুরী অথবা নিযুক্তির ক্ষেত্রে ৫ বৎসর, যা আগে আসে।

৪। চাকুরীর সুবিধাদি

ক। বেতন ও ভাতা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সৈনিক হিসাবে আপনার বেতন মাসিক ১,০৫০·০০ (এক হাজার পঞ্চাশ) টাকা থেকে আরম্ভ হবে এবং এর সাথে পাবেন বাৎসরিক বর্ধিত বেতন, পদোন্নতির বেতন, বাড়ী ভাড়া, যাতায়াত ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, সু-আচরণ প্রতীক বেতন, প্রতিরক্ষা সার্ভিস ভাতা ইত্যাদি।

খ। সুবিধাদি

(১) বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া, সামরিক পোষাক এবং চিকিৎসা সুবিধা।

(২) হ্রাসকৃত মূল্যে পরিবারের জন্য রেশন ক্রয়ের সুবিধা।

(৩) চাকুরীকালীন পংগুত্ব বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে ১,১২,৫০০·০০ (এক লক্ষ বার হাজার পাঁচশত) টাকা থেকে ২,২৫,০০০·০০ (দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা পর্যন্ত বীমা সুবিধা এবং এর সাথে রয়েছে পরিবারের জন্য বেনাভোলেন্ট ফান্ডের আর্থিক সুবিধা।

(৪) অবসর গ্রহণকালে অবসর ভাতা ও গ্রাচুইটি সুবিধা।

(৫) ছুটি। অসুস্থতার জন্য ছুটি ছাড়াও বাৎসরিক ২ (দুই) মাসের বিশেষাধিকার ছুটি এবং নৈমিত্তিক ছুটি।

(৬) পদোন্নতির সম্ভাবনা চাকুরীকালীন যোগ্যতার ভিত্তিতে একজন সিপাহীর নন্-কমিশন্ড অফিসার এবং জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার পদে পদোন্নতির সুযোগ।

৫। ভর্তির সূচী প্রত্যেহ সকাল ৯ (নয়) ঘটিকা।

ক্রমিক নং	ভর্তির স্থান	জেলা	ভর্তির তারিখ	ক্রমিক নং	ভর্তির স্থান	জেলা	ভর্তির তারিখ
১।	শেরপুর ষ্টেডিয়াম	শেরপুর	২১ নভেম্বর ৯৩	১১।	মৌলভীবাজার সার্কিট হাউজ মাঠ	মৌলভীবাজার	০৬ ডিসেম্বর ৯৩
২।	জামালপুর ষ্টেডিয়াম	জামালপুর	২৩ নভেম্বর ৯৩	১২।	কক্সবাজার সার্কিট হাউজ মাঠ	কক্সবাজার	০১ ডিসেম্বর ৯৩
৩।	মানিকগঞ্জ ষ্টেডিয়াম	মানিকগঞ্জ	২৮ নভেম্বর ৯৩	১৩।	চট্টগ্রাম ষ্টেডিয়াম	চট্টগ্রাম	১৪ ডিসেম্বর ৯৩
৪।	মুন্সিগঞ্জ ষ্টেডিয়াম	মুন্সিগঞ্জ	০৫ ডিসেম্বর ৯৩	১৪।	মিরসরাই থানা পরিষদ মাঠ	চট্টগ্রাম	১৫ ডিসেম্বর ৯৩
৫।	গোপালগঞ্জ ষ্টেডিয়াম	গোপালগঞ্জ	০৭ ডিসেম্বর ৯৩	১৫।	নওগাঁ ষ্টেডিয়াম	নওগাঁ	২৩ নভেম্বর ৯৩
৬।	কিশোরগঞ্জ ষ্টেডিয়াম	কিশোরগঞ্জ	১২ ডিসেম্বর ৯৩	১৬।	গোবিন্দগঞ্জ হাইস্কুল মাঠ	গাইবান্ধা	২৫ নভেম্বর ৯৩
৭।	নেত্রকোণা ষ্টেডিয়াম	নেত্রকোণা	১৪ ডিসেম্বর ৯৩	১৭।	কুড়িগ্রাম ষ্টেডিয়াম	কুড়িগ্রাম	০৫ ডিসেম্বর ৯৩
৮।	হবিগঞ্জ সার্কিট হাউজ মাঠ	হবিগঞ্জ	২৪ নভেম্বর ৯৩	১৮।	পাটগ্রাম থানা পরিষদ মাঠ	লালমনিরহাট	০৭ ডিসেম্বর ৯৩
৯।	মাধবপুর থানা পরিষদ মাঠ	হবিগঞ্জ	২৫ নভেম্বর ৯৩	১৯।	লালমনিরহাট সার্কিট হাউজ মাঠ	লালমনিরহাট	০৮ ডিসেম্বর ৯৩
১০।	বড়লেখা থানা পরিষদ মাঠ	মৌলভীবাজার	০৫ ডিসেম্বর ৯৩				

৬। ভর্তির সময় যা সংগে আনতে হবে

ক। এস এস সি পাশ প্রার্থীদের শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দেয় মূল/ প্রভিশনাল সার্টিফিকেট।

খ। ৯ম শ্রেণী পাশ প্রার্থীদের মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক দেয় রেজিষ্ট্রেশন কার্ডের কপি যা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক সত্যায়িত।

গ। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দেয় এস এস সি/ ৯ম শ্রেণী পাশের প্রশংসা পত্র, যাহাতে স্থায়ী ঠিকানা উল্লেখ থাকবে।

ঘ। ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভার চেয়ারম্যান এর নিকট হতে নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদপত্র।

ঙ। অভিভাবকের সম্মতিসূচক সনদপত্র যা সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত।

চ। সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি যা গেজেটেড অফিসার কর্তৃক সত্যায়িত।

ছ। লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ ও কলম।

৭। আর্মার্ড কোর সেন্টার এন্ড স্কুল, বগুড়া সেনানিবাস, আর্টিলারী সেন্টার এন্ড স্কুল, হালিশহর চট্টগ্রাম, ইঞ্জিনিয়ার সেন্টার এন্ড স্কুল অফ মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং, কাদিরাবাদ সেনানিবাস, রাজশাহী এ এস সি সেন্টার এন্ড স্কুল, জাহানাবাদ সেনানিবাস, খুলনা, এ এম সি সেন্টার এন্ড রেকর্ডস, রাজশাহী সেনানিবাস, অর্ডন্যান্স সেন্টার এন্ড স্কুল, রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর এবং ই এম ই সেন্টার এন্ড স্কুল, সৈয়দপুর সেনানিবাস নীলফামারীতে ২৫ অক্টোবর ৯৩ তারিখ হইতে ১৫ ডিসেম্বর ৯৩ তারিখ পর্যন্ত লোক ভর্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৮। জেলা কোটা ভিত্তিক লোক ভর্তি কর হবে। এক জেলার লোক অন্য জেলা হতে ভর্তি করা হবে না। শহীদ পরিবার এবং সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত সদস্যগণের সন্তানদের (পুরুষ) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

বিঃদ্রঃ- ভর্তি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট ও আনুষাংগিক কাগজ পত্রে কোন প্রকার কমতি থাকলে কোন প্রার্থীকে ভর্তিযোগ্য বলে গণ্য করা হবে না।

হুশিয়ারী

সেনাবাহিনীতে কেবলমাত্র রিক্রুটিং অফিসার কর্তৃক সরাসরি লোক ভর্তি করা হয়ে থাকে। যদি কোন অসৎ লোক ঐ বিষয়ে প্রতারণা করার চেষ্টা করে তাহলে তাকে অবিলম্বে নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট সোপর্দ করুন।

"বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিন দেশ প্রতিরক্ষায় অংশ নিন"

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী

আইএসপিআর (সেনা)/৯৩/২২৭৫

ডিএফপি (ম) ২৭১৮৮

প্রচারণায়ঃ সেনাবাহিনী সদর দপ্তর এ্যাডজুটেন্ট জেনারেল শাখা পার্সোন্যাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন পরিদপ্তর ঢাকা সেনানিবাস